সমকাল

তারিখ ..12 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ..১৯.. কলাম ..৭..

প্রাথমিকে সাড়ে ১৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নতুন করে আরও ১৫ হাজার ৬৭২ শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ ছাড়া সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ৬ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে প্রাথমিকে মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ সরবরাহ করা হবে।

শিক্ষার্থী বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনী লক্ষ্য নিয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য চারটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সই হয়েছে।

গতকাল রোববার সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের এ চুক্তি সই হয়।

চুক্তির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ছয় হাজার শ্রেণীকক্ষ ও ছয় হাজার নলকূপ স্থাপন এবং নয় হাজার ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করবে।

নির্ধারিত সময়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে প্রাথমিক স্তরের ১১ কোটি ২০ লাখ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, প্রাথমিক শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে ১৪ হাজার ৬৮৪টি মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ সরবরাহ, ৭৮ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান ও ৩২ লাখ শিক্ষার্থীকে স্কুল ফিডিংয়ের আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ২০০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, ৯টি পিটিআইয়ের কাজ সম্পন্ন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫ হাজার ৬৭২ জন শিক্ষক নিয়োগ, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র চালু ও বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬৩ হাজার ৮০০ বিদ্যালয়কে উন্নয়ন বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

আগামী নভেম্বর মাস থেকে শুরু করে ২০১৬ সালের মে মাস পর্যন্ত দেশের সাতটি বিভাগের নির্বাচিত ২০টি বিদ্যালয়ে পাইলট কার্যক্রম এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মেছবাহ উল আলম, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষে মহাপরিচালক মো. আলমগীর, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক রুহুল আমীন সরকার, নেপের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক শাহ আলম ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের মহাপরিচালক মো. আবদুল হালিম নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।

উল্লেখ্য, গত ২০ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সই হয়।